গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৭

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৮

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ২০

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ২১

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

২০১৮ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় হতে বাংলাদেশের উত্তরণের স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন, কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা, মায়ানমার-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর ও প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় এর ভূমিকা দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। ২০১৮ সালের মে মাসে ৫৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের অংশগ্রহণে OIC-CFM-র ৪৫তম সম্মেলন এবং ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ১২৫টি দেশের অংশগ্রহণে GFMD-র ৯ম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়,যা বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের গভীর আস্থার প্রতীক। ভারতের সাথে স্থলসীমা নির্ধারণ, ছিটমহল বিনিময় ও ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে স্বাক্ষরিত ৩৫টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ভারতের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ককে আরো সুসংহত করেছে। ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকালে স্বাক্ষরিত ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক দুদেশের সম্পর্ককে বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। পাশাপাশি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, তৈরী পোশাকশিল্প শ্রমিকের অধিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাফল্যের সাথে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন এবং এ বিষয়ে সংঘটিত নেতিবাচক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে সদস্য প্রেরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অভিবাসন বিষয়ে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় সফলতার সাথে অংশ নিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করেছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অপ্রতুল জনবল এবং লজিস্টিকস সংক্রান্ত নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দিক-নির্দেশনায় সদর দপ্তর ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের জনবল বৃদ্ধি ও সুষমীকরণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় লাতিন আমেরিকা, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকান দেশসমূহ বাংলাদেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রম বাজারের জন্য বিশাল সম্ভাবনার ঐ সকল অঞ্চলে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিশন নেই । ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিশন স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি আরো বৃদ্ধি করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের আরো দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন কন্স্যুলার সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- লাতিন আমেরিকা, মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহে বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণ;
- ভারতের চেন্নাই-তে উপ-হাইকমিশন এবং রোমানিয়াতে দূতাবাস স্থাপন;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ সকল মিশনসমূহে মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ; এবং
- বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট প্রদানের সময়সীমা ২৫ দিন থেকে ২২ দিনে হ্রাস করা।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের ০৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

উপযোগিতাভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতিকে সামনে রেখে একটি দক্ষ ও আধুনিক কূটনৈতিক সার্ভিস গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে বিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উদীয়মান, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বর্ধন।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন ও সুসংহতকরণ
২. আঞ্চলিক, উপ- আঞ্চলিক, বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ
৩. দ্রুততর ও সুদক্ষ কনস্যুলার সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান অধিকতর সহজীকরণ
৪. বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সহায়তা
৫. জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসনসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সক্রিয়, নেতৃত্বশীল এবং সফল অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাবমূর্তির উন্নয়ন
৬. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব সুশাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ
৭. অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ
৮. বাংলাদেশের অধিকৃত সমুদ্র অঞ্চলে বিদ্যমান সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ
৯. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যথোপযুক্ত অভিযোজন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. সকল রাষ্ট্র, বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
২. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ এবং আলোচনা ও সংলাপে অংশগ্রহণ;
৩. জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;
৪. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কাঠামোর অংশ হিসেবে চলমান বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে সক্রিয় এবং নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন;
৫. কূটনৈতিক এবং কনস্যুলার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে প্রবাসীগণকে বিভিন্ন কনস্যুলার এবং কল্যাণমূলক সেবা প্রদান;
৬. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা;
৭. মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল বিদেশ সফর আয়োজন, বিদেশী রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর আয়োজন এবং এতদসংক্রান্ত রাষ্ট্রাচার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৮. অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ (যেমন, বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যবাজার সম্প্রসারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্রমবাজার সম্প্রসারণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ);

৯. বৈদেশিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়/ইস্যুতে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সাধন; এবং

১০. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা অধিকতর দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশে নতুন নতুন মিশন স্থাপন।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৯-২০	২০২০-২১		
ICAO এর MRP সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলকরণ	MRP কভারেজ ভুক্ত মিশন (ক্রম পুঞ্জিভূত)	সংখ্যা (ক্রম পুঞ্জিভূত)	৬৫	৬৫	৭০	৭৩	৭৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	মিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে পাসপোর্ট প্রদানের সময় হ্রাস	MRP প্রদানের সময়	দিন	২৫	২৫	২২	২০	২০	স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশন
প্রবাসী বাংলাদেশীদের কন্সুলার পরিসেবা প্রদানের সময় হ্রাস/ দক্ষতা বৃদ্ধি	মিশন সমূহে কন্সুলার পরিসেবা প্রদানে গৃহীত সময়	দিন	২	২	২	২	২	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় , প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশন
মন্ত্রণালয়ে সুদক্ষভাবে কন্সুলার পরিসেবা প্রদানের সময় হ্রাস/ দক্ষতা বৃদ্ধি	মন্ত্রণালয়ে কন্সুলার পরিসেবা প্রদানে গৃহীত সময়	দিন	২	২	২	২	২	স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশন
MRV প্রদানের মাধ্যমে ভিসা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরন ও আধুনিকায়ন	MRV কার্যক্রম চালুকৃত মিশন (ক্রম পুঞ্জিভূত সংখ্যা)	সংখ্যা (ক্রম পুঞ্জিভূত)	৫১	৬৫	৭০	৭৩	৭৫	স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশন
বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ	প্রতিবছর চালুকৃত নতুন মিশন	সংখ্যা	৩	২	২	২	২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশন
বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি	প্রতিবছর আয়োজিত বাণিজ্য মেলা	সংখ্যা	১০	৭	৯	১০	১১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও সুসংহতকরণ	অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	সংখ্যা	৬	৬	৬	৬	৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মিশন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন ও সুসংহতকরণ	১৮	[১.১] ঢাকায় এবং বিদেশে ফরেন অফিস কন্সালটেশন (FOC) আয়োজন ও অংশগ্রহণ	[১.১.১] আয়োজিত ও অংশগ্রহণকৃত FOC	সংখ্যা	৬	৭	১০	১১	১০	৯	৮	৭	১২	১৩
		[১.২] মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আয়োজন ও অংশগ্রহণ	[১.২.১] আয়োজিত বৈঠক	সংখ্যা	৫	৪০	৯৩	৪০	৩৮	৩৫	৩৪	৩৩	৪১	৪২
		[১.৩] দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর	[১.৩.১] স্বাক্ষরিত চুক্তি	সংখ্যা	১	১৭	১৫	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১৫	১৬
		[১.৪] দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	[১.৪.১] স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সংখ্যা	১	৬২	৪৬	২০	১৮	১৭	১৫	১৩	২০	২১
		[১.৫] মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর আয়োজন	[১.৫.১] আয়োজিত সফর	সংখ্যা	৩	৯	১১	১২	১০	৮	৭	৫	১২	১২
		[১.৬] বিদেশী সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের বাংলাদেশ সফর আয়োজন	[১.৬.১] আয়োজিত সফর	সংখ্যা	১	৩	১০	৫	৪	৩	২	১	৫	৫
		[১.৭] বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন	[১.৭.১] নতুন মিশন স্থাপন	সংখ্যা	১	৩	২	২	১				২	২
[২] আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ	১৫	[২.১] বিদেশে বহুপাক্ষিক কনফারেন্স/সেমিনার এ অংশগ্রহণ	[২.১.১] অংশগ্রহণকৃত কনফারেন্স/সেমিনার	সংখ্যা	৩	৬১	৫৭	৬০	৫৮	৫৬	৫৪	৫২	৬০	৬০
		[২.২] জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ	[২.২.১] অংশগ্রহণকৃত নির্বাচন	সংখ্যা	১	৬	৮	৬	৫	৪	৩	২	৬	৭
		[২.৩] ঢাকায় বহুপাক্ষিক কনফারেন্স/সেমিনার আয়োজন	[২.৩.১] আয়োজিত কনফারেন্স/সেমিনার	সংখ্যা	২	৬	৮	৮	৬	৪	৩	২	৮	৯
		[২.৪] আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ	[২.৪.১] অংশগ্রহণকৃত আঞ্চলিক সভা/সেমিনার	সংখ্যা	১	৫০	৬৬	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৫৫	৫৬

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[২.৫] ঢাকায় বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয়ে সভা/ সেমিনার আয়োজন	[২.৫.১] আয়োজিত সভা/ সেমিনার	সংখ্যা	১	২০	১৪	১৫	১৪	১৩	১২	১০	১৫	১৬
		[২.৬] জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল এর পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কমিটিতে দাখিলের জন্য বাংলাদেশের প্রতিবেদন, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রস্তুতকরণ এবং সহায়তা	[২.৬.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	সংখ্যা	১		৬	৬	৪	৩	২	১	৬	৬
		[২.৭] জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ	[২.৭.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/ফোরাম	সংখ্যা	১		৬	৬	৪	৩	২	১	৬	৬
		[২.৮] বাংলাদেশে স্থাপিত Peacebuilding Centre এ প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.৮.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	সংখ্যা	১			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০	৬০
		[২.৯] সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ দমনে সরকারের অবস্থান বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরার লক্ষ্যে সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ	[২.৯.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	সংখ্যা	১		৬	৬	৫	৪	৩	২	৫	৬
		[২.১০] সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ দমনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অংশগ্রহণে সহায়তা	[২.১০.১] অংশগ্রহণে সহায়তাকৃত প্রশিক্ষণ/সেমিনার	সংখ্যা	১		১১	১২	১১	১০	৯	৮	১৩	১৪
		[২.১১] কূটনৈতিক ব্রিফিং আয়োজনের মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিকট সরকারের ভাবমূর্তির উন্নয়ন	[২.১১.১] আয়োজিত কূটনৈতিক ব্রিফিং	সংখ্যা	১		৮	৮	৭	৬	৫	৪	৮	৮
		[২.১২] বিদেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আনসার সদস্যদের প্রেরণ	[২.১২.১] প্রেরণের কার্যক্রম শুরু	তারিখ	১			৩১.০৩.১৯	৩০.০৪.১৯	৩১.০৫.১৯	১৫.০৬.১৯	৩০.০৬.১৯		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] দ্রুততর ও সুদক্ষ কনস্যুলার সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান অধিকতর সহজীকরণ	১২	[৩.১] বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ	[৩.১.১] কার্যক্রম চালুকৃত মিশন [ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা]	সংখ্যা	২	৬৫	৬৭	৭০	৬৯	৬৮	৬৭		৭৩	৭৫
		[৩.২] বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ	[৩.২.১] কার্যক্রম চালুকৃত মিশন [ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা]	সংখ্যা	২	৫১	৬৫	৭০	৬৮	৬৭	৬৬	৬৫	৭৩	৭৫
		[৩.৩] বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বৈধ আবেদনকারীদেরকে পাসপোর্ট প্রদান	[৩.৩.১] আবেদন অনুযায়ী প্রদত্ত মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এর হার	শতকরা	২	১০০	১০০	১০০	৯০				১০০	১০০
		[৩.৪] বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে পাসপোর্ট প্রদান দ্রুততরকরণ	[৩.৪.১] মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানকাল	দিন	২	২৫	২৫	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২০	২০
		[৩.৫] বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে কন্স্যুলার সেবা প্রদান দ্রুততরকরণ	[৩.৫.১] কন্স্যুলার সেবা প্রদানকাল	দিন	২	২	২	২	৩	৪	৫	৬	২	২
		[৩.৬] ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সুদক্ষভাবে কন্স্যুলার সেবা প্রদান	[৩.৬.১] কন্স্যুলার সেবা প্রদানকাল	দিন	২	২	২	২	৩	৪	৫	৬	২	২
[৪] বাংলাদেশের পণ্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সহায়তা	১০	[৪.১] বিদেশে বাণিজ্যমেলা আয়োজনে সহযোগিতা করা	[৪.১.১] আয়োজিত বাণিজ্য মেলা	সংখ্যা	৩	১০	৭	৯	৮	৭	৬	৫	১০	১১
		[৪.২] সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্যিক চেম্বার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সভা আয়োজন	[৪.২.১] আয়োজিত সভা	সংখ্যা	২	১৭	১৬	১৬	১৪	১২	১১	১০	১৫	১৬
		[৪.৩] শ্রম বাজার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারী ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা সভা আয়োজন	[৪.৩.১] আয়োজিত সভা	সংখ্যা	২	২৫	২৫	২৫	২৪	২৩	২২	২১	২৫	২৫
		[৪.৪] বিদেশী আমদানিকারকদের বাংলাদেশে ভ্রমণ আয়োজন	[৪.৪.১] আয়োজিত ভ্রমণ	সংখ্যা	২	১২	১৬	১৬	১৪	১২	১১	১০	১৫	১৫
		[৪.৫] বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য "ভিজিট বাংলাদেশ কর্মসূচি" আয়োজন করা	[৪.৫.১] আমন্ত্রিত সাংবাদিক	সংখ্যা	১	১০	২৭	১২	১০	৮	৭	৬	১২	১২

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৫] জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসনসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সক্রিয়, নেতৃত্বশীল এবং সফল অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাবমূর্তির উন্নয়ন	৬	[৫.১] সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ	[৫.১.১] অংশগ্রহণকৃত আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশালা	সংখ্যা	৩	১৪	১২	১২	১১	১০	৯	৮	১২	১২
		[৫.২] আউটকাম ডকুমেন্ট প্রস্তুতে সক্রিয়, নেতৃত্বশীল এবং সফল অংশগ্রহণ (ইন্টারভেনশন)	[৫.২.১] প্রস্তুতকৃত আউটকাম ডকুমেন্ট	সংখ্যা	৩	১২	৯	৯	৮	৭	৬	৫	৯	৯
[৬] টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব সুশাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ	৫	[৬.১] বিশ্ব সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনারে সক্রিয় অংশগ্রহণ	[৬.১.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	সংখ্যা	৩		৪	৫	৪	৩	২	১	৬	৭

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[৬.২] বিশ্ব সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান	[৬.২.১] প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১	১০	১০	১০	৯	৮	৭	৬	১০	১০
		[৬.৩] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশসমূহে জ্ঞান, দক্ষতা, প্রযুক্তি প্রভৃতি হস্তান্তর এবং আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে জোরালো সহমত প্রকাশ	[৬.৩.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	সংখ্যা	১		৭	৭	৫	৪	৩	২	৭	৮
[৭] অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ	৪	[৭.১] অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর	[৭.১.১] অর্থনৈতিক সহযোগীতা চুক্তি স্বাক্ষর	সংখ্যা	২	৬	৬	৬	৪	৩	২	১	৬	৭
		[৭.২] অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ	[৭.২.১] অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ	সংখ্যা	২	১৪	১১	১১	১০	৯	৮	৭	১২	১৩
[৮] বাংলাদেশের অধিকৃত সমুদ্র অঞ্চলে বিদ্যমান সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ	৩	[৮.১] জাতিসংঘ সমুদ্র বিষয়ক আইন-১৯৮২ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় সমুদ্র বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	[৮.১.১] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণকৃত খসড়া আইন	তারিখ	১			৩১.০৩.১৯	৩০.০৪.১৯	৩১.০৫.১৯	৩০.০৬.১৯			
		[৮.২] জাতিসংঘের Commission on the Limits of the Continental Shelf এ বাংলাদেশ কর্তৃক দাবীকৃত মহীসোপানের ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	[৮.২.১] CLCS এ বাংলাদেশ কর্তৃক দাবীকৃত মহীসোপান এর Submission সংক্রান্ত আইনী কার্যক্রম পরিচালনা	সংখ্যা	২		১	১					১	১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৯] আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যথোপযুক্ত অভিযোজন	২	[৯.১] আলোচনা, সেমিনার এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ	[৯.১.১] অংশগ্রহণকৃত আলোচনা, সেমিনার এবং কর্মশালা	সংখ্যা	১	১২	১০	১১	১০	৯	৮	৭	১২	১৩
		[৯.২] সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর	[৯.২.১] স্বাক্ষরিত চুক্তি	সংখ্যা	১	৫	৫	৫	৪	৩	২	১	৫	৬

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০		
			[১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত **	%	১			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
			[১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত ***	%	১			৪০	৩৫	৩০	২৫	২০		
		[১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১			১৫.০১.১৯	১৭.০২.১৯	৩১.০৩.১৯	৩০.০৪.১৯	৩০.০৫.১৯		
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ডাটাবেজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১			১১.০৩.১৯	১৮.০৩.১৯	২৫.০৩.১৯	০১.০৪.১৯	০৮.০৪.১৯		
		[১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫			১০.০১.১৯	১৭.০১.১৯	২৪.০১.১৯	২৮.০১.১৯	৩১.০১.১৯		
			[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		[১.৫] সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়ন	[১.৫.১] হালনাগাদকৃত সিটিজেন্‌স চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১			৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০		
			[১.৫.২] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১			৩১.১২.১৮	১৫.০১.১৯	০৭.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯		
		[১.৬] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[১.৬.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		
			[১.৬.২] অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ	%	০.৫			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		
		[১.৭] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[১.৭.১] পিআরএল আদেশ জারীকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-		
			[১.৭.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারীকৃত	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	-	-		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[২] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৮	[২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[২.১.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
			[২.১.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
		[২.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[২.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯	২৮.০৩.১৯	১৫.০৪.১৯		
			[২.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫			০৩.০২.১৯	১৭.০২.১৯	২৮.০২.১৯	২৮.০৩.১৯	১৫.০৪.১৯		
		[২.৩] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[২.৩.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীত	সংখ্যা	০.৫			১	-	-	-	-		
			[২.৩.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫			৪	৩	-	-	-		
		[২.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	[২.৪.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৫] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.৫.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৬] অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	[২.৬.১] নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
		[২.৭] বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	[২.৭.১] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[২.৮] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[২.৮.১] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫০	৪০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৩] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৪	[৩.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন ****	[৩.১.১] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১			৪	৩	-	-	-		
			[৩.১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৩.২.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্য ও অনলাইন সেবা ৩৩৩ সহ তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	১			১০০	৯০	৮০	-	-		
		[৩.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৩.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১			১৫.১০.১৮	২৯.১০.১৮	১৫.১১.১৮	২৯.১১.১৮	১৩.১২.১৮		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-১৭	প্রকৃত অর্জন* ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপণ ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[৪] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[৪.১] অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	[৪.১.১] স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	তারিখ	০.৫			২৪.০৬.১৮	২৬.০৬.১৮	২৮.০৬.১৮				
		[৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল	[৪.২.১] মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫			১৯.০৮.১৮	২৭.০৮.১৮	২৯.০৮.১৮	০৩.০৯.১৮	০৫.০৯.১৮		
		[৪.৩] দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদান	[৪.৩.১] ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১			৩১.০১.১৯	০৭.০২.১৯	১০.০২.১৯	১১.০২.১৯	১৪.০২.১৯		
		[৪.৪] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৪.৪.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা *	১			৬০	-	-	-	-		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

০৪/০৭/২০১৮

সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

তারিখ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	বিসিআইএম	বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মিয়ানমার ইকোনমিক করিডোর
২	UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
৩	CLCS	Commission on the Limits of the Continental Shelf
৪	ISBA	International Seabed Authority
৫	SDG	Sustainable Development Goals
৬	IPU	Inter-Parliamentary Union
৭	ICAO	International Civil Aviation Organization
৮	GFMD	Global Forum on Migration and Development
৯	OPCW	Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
১০	IMO	International Maritime Organization
১১	FOC	Foreign Office Consultation
১২	বিমসটেক	বহুমুখী কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বঙ্গোপসাগরীয় উদ্যোগ
১৩	সার্ক	দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা
১৪	এম আর ভি	মেশিন রিডেবল ভিসা
১৫	এম আর পি	মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১] ঢাকায় এবং বিদেশে ফরেন অফিস কন্সালটেশন (FOC) আয়োজন ও অংশগ্রহণ	[১.১.১] আয়োজিত ও অংশগ্রহণকৃত FOC	ফরেন অফিস কন্সাল্টেশন কূটনীতির আধুনিকতম ধারণা। বর্তমানে অধিকাংশ উন্নত দেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিংবা পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে ফরেন অফিস কন্সাল্টেশন এর মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণপূর্বক চুক্তি কিংবা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রয়াস নেন।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	আয়োজিত এবং অংশগ্রহণকৃত ফরেন অফিস কন্সাল্টেশন এর সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.২] মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আয়োজন ও অংশগ্রহণ	[১.২.১] আয়োজিত বৈঠক	মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈঠকের সংখ্যা পূর্বনির্ধারিত নয় বিধায় এক বছরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা অন্য বছর থেকে কম বেশি হতে পারে	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	আয়োজিত বৈঠকের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৩] দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর	[১.৩.১] স্বাক্ষরিত চুক্তি	যেকোন সফল কূটনৈতিক নেগোসিয়েশনের চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে চুক্তি সম্পাদন। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুটি দেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকার আবদ্ধ হয় যার কারণে ঐ দেশ দুটি আন্তর্জাতিক আইনে দায়বদ্ধ থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে চীন ও ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির কথা। ২০১৬ সালের অক্টোবরে গণচীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের সময় পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত ২৭ টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধি, জ্বালানী, তথ্য প্রযুক্তি, পর্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত ৩৫ টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যা বাংলাদেশের সাথে চীন ও ভারতের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করেছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং চুক্তির বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়	স্বাক্ষরিত চুক্তির সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৪] দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	[১.৪.১] স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	যে কোনো সফল কূটনৈতিক নেগোসিয়েশনের চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন। দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুটি দেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকার আবদ্ধ হয় ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সমোঝোতা স্মারকের বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৫] মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর আয়োজন	[১.৫.১] আয়োজিত সফর	কোনো রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকারপ্রধান পর্যায়ের সফরকে ভিভিআইপি সফর হিসেবে চিহ্নিত হয়। দুইটি দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সদ্ভাব ও পারস্পরিক সহযোগিতার চূড়ান্ত নিদর্শণ হচ্ছে ভিভিআইপি সফর যার মাধ্যমে দুইটি দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আয়োজিত সফরের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[১.৬] বিদেশী সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের বাংলাদেশ সফর আয়োজন	[১.৬.১] আয়োজিত সফর	কোনো রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকারপ্রধান পর্যায়ের সফরকে ভিভিআইপি সফর হিসেবে চিহ্নিত হয়। দুইটি দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের পরম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সদ্ভাব ও পারস্পরিক সহযোগিতার চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে ভিভিআইপি সফর যার মাধ্যমে দুইটি দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আয়োজিত সফরের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৭] বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন	[১.৭.১] নতুন মিশন স্থাপন	পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক কর্মকান্ড এখন বহুমাত্রিক। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত, কার্যকর, বেগবান পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা এবং সরকারের গৃহীত রূপকল্পের আলোকে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণের নিমিত্ত বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উপস্থিতি ও তৎপরতা অধিকতর দৃশ্যমান করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশে নতুন নতুন মিশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	নতুন চালুকৃত মিশনের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.১] বিদেশে বহুপাক্ষিক কনফারেন্স/সেমিনার এ অংশগ্রহণ	[২.১.১] অংশগ্রহণকৃত কনফারেন্স/সেমিনার	বহুপাক্ষিক কনফারেন্স বা সেমিনারে বৈশ্বিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয় যেখানে সকল দেশ আলোচ্য বিষয়ে তার অবস্থান তুলে ধরে। জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় এসব বহুপাক্ষিক কনফারেন্স বা সেমিনারে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কনফারেন্স/সেমিনার এর বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকৃত কনফারেন্স/সেমিনার এর সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ	[২.২.১] অংশগ্রহণকৃত নির্বাচন	জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করা এবং বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং জয়লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকৃত নির্বাচন এর সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৩] ঢাকায় বহুপাক্ষিক কনফারেন্স/সেমিনার আয়োজন	[২.৩.১] আয়োজিত কনফারেন্স/সেমিনার	দেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ঢাকায় আয়োজিত এইসব বহুপাক্ষিক কনফারেন্স/সেমিনার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। বাংলাদেশ মধ্যম মাত্রার এই রকম বহুপাক্ষিক বহুপাক্ষিক কনফারেন্স/সেমিনার আয়োজনে তার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে আসছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কনফারেন্স/সেমিনার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	আয়োজিত কনফারেন্স/সেমিনার এর সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৪] আঞ্চলিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ	[২.৪.১] অংশগ্রহণকৃত আঞ্চলিক সভা/সেমিনার	আঞ্চলিক সভা বা সেমিনারে আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয় যেখানে অন্যান্য দেশ আলোচ্য বিষয়ে তার অবস্থান তুলে ধরে। আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় এসব সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	অংশগ্রহণকৃত আঞ্চলিক সভা/সেমিনারের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৫] ঢাকায় বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয়ে সভা/ সেমিনার আয়োজন	[২.৫.১] আয়োজিত সভা/ সেমিনার	সার্ক, বিমসটেক, বিসিআইএম এ বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু সংস্থাগুলির মূল কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার/সভা আয়োজন করা প্রয়োজন। উক্ত আঞ্চলিক সহজোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচনের প্রয়াসেও বিভিন্ন সভা/সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	আয়োজিত সভা/সেমিনারের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৬] জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল এর পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কমিটিতে দাখিলের জন্য বাংলাদেশের প্রতিবেদন, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রস্তুতকরণ এবং সহায়তা	[২.৬.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল এবং এর বিভিন্ন কমিটিতে পর্যালোচনা অথবা মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন কনভেনশনের রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সকল পর্যালোচনা বা প্রতিবেদনের মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরা হয়।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কনভেনশনের বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকৃত সভা/ফোরাম বা দাখিলকৃত প্রতিবেদন এর সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.৭] জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ	[২.৭.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/ফোরাম	জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে অবদান রেখে যাচ্ছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদান প্রভাবিত হতে পারে এ ধরণের আলোচনায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ জরুরী। এছাড়া এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিদ্যমান সুনাম ধরে রাখা এবং অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থা	অংশগ্রহণকৃত সভা/ফোরামের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৮] বাংলাদেশে স্থাপিত Peacebuilding Centre এ প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.৮.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে ২০১৬ সালে ঢাকায় Peacebuilding Centre স্থাপিত হয়। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনে জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কার্যক্রমের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে Peacebuilding Centre এ বেসামরিক কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও Peacebuilding Centre	প্রতিবছর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৯] সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ দমনে সরকারের অবস্থান বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরার লক্ষ্যে সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ	[২.৯.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ বর্তমান বিশ্বের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদের বিষয়ে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সংশ্লেষ বজায় রাখা এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার এর সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.১০] সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ দমনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অংশগ্রহণে সহায়তা	[২.১০.১] অংশগ্রহণে সহায়তাকৃত প্রশিক্ষণ/সেমিনার	সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদ দমনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তাদের প্রেরনে সহায়তা করে থাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণে সহায়তাকৃত প্রশিক্ষণ/সেমিনার এর সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.১১] কূটনৈতিক ব্রিফিং আয়োজনের মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিকট সরকারের ভাবমূর্তির উন্নয়ন	[২.১১.১] আয়োজিত কূটনৈতিক ব্রিফিং	সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিকট তুলে ধরতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে কূটনৈতিক ব্রিফিং এর আয়োজন করে থাকে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	প্রতিবছর আয়োজিত কূটনৈতিক ব্রিফিং এর সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.১২] বিদেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আনসার সদস্যদের প্রেরণ	[২.১২.১] প্রেরণের কার্যক্রম শুরু	জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ হিসেবে অবদান রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ এর সদস্যগণ কর্মরত রয়েছেন। এর পাশাপাশি শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আনসার সদস্যদের প্রেরণ এর কার্যক্রম শীঘ্রই গ্রহণ করা হবে।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আনসার সদস্যদের প্রেরণ এর কার্যক্রম শুরু	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৩.১] বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ	[৩.১.১] কার্যক্রম চালুকৃত মিশন [ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা]	ICAO এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল দেশ স্ব স্ব নাগরিকদের এমআরপি পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সচেষ্ট । কেননা ২০১৫ সালের ২৪ নভেম্বর এর পর আর কোনো নাগরিক এমআরপি পাসপোর্ট ছাড়া বিমান ভ্রমণে অনুমতিপ্রাপ্ত হবেন না এবং সকল হাতে লেখা পাসপোর্ট অপ্রচলিত হয়ে যাবে। এই প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রায় সকল বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরপি পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম চালু করেছে। বর্তমানে ৬৫ টি মিশনে এম আর পি সেবা চালু রয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬ টি মিশনে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর	এম আর পি কার্যক্রম চালুকৃত মিশনের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.২] বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারণ	[৩.২.১] কার্যক্রম চালুকৃত মিশন [ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা]	ICAO এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল দেশ এমআরভি কার্যক্রম চালু করতে বাধ্য। এই প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে এমআরভি প্রদান কার্যক্রম চালু করেছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর	এমআরপি কার্যক্রম চালুকৃত মিশনের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৩] বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বৈধ আবেদনকারীদেরকে পাসপোর্ট প্রদান	[৩.৩.১] আবেদন অনুযায়ী প্রদত্ত মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এর হার	ICAO এর নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে এমআরপি পাসপোর্ট প্রদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই কার্যক্রমটির কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি সংখ্যায় নির্ধারণ করা হয়েছিল। লক্ষ্যমাত্রা ও প্রক্ষেপণের সীমাবদ্ধতার কারণে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি এই কার্যক্রমটির কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি শতকরায় নির্ধারণ করেছে। যেহেতু ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় এই কর্মসম্পাদন সূচকের জন্য পূর্ণ মান অর্জন করেছে, তাই ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অর্জন শতভাগ দেখানো হয়েছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর	আবেদন অনুযায়ী সেবা প্রদানের শতকরা হার	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৪] বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে পাসপোর্ট প্রদান দ্রুততরকরণ	[৩.৪.১] মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানকাল	বর্তমানে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে একজন প্রবাসী বাংলাদেশীকে এমআরপি পাসপোর্ট প্রদান করতে প্রায় দুই মাস লেগে যায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই এমআরপি প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রদানকাল এক মাসের নিম্নে নামিয়ে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তর	আবেদনের পর পাসপোর্ট প্রদানের মধ্যবর্তী সময় (দিন)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৫] বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে কন্স্যুলার সেবা প্রদান দ্রুততরকরণ	[৩.৫.১] কন্স্যুলার সেবা প্রদানকাল	বর্তমানে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে কতিপয় কন্স্যুলার সেবা তথা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিষয়ক সেবা প্রদান করতে প্রায় দুই সপ্তাহ লেগে যায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কন্স্যুলার সেবা প্রদান বিষয়ক এই কার্যক্রমের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে সেবা প্রদানকাল ৩ দিনে নামিয়ে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবংবিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	কর্মসম্পাদনের সময় (দিন)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৬] ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সুদক্ষভাবে কন্স্যুলার সেবা প্রদান	[৩.৬.১] কন্স্যুলার সেবা প্রদানকাল	বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় কন্স্যুলার সেবা তথা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বিষয়ক সেবা প্রদান করতে প্রায় দুই সপ্তাহ লেগে যায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কন্স্যুলার সেবা প্রদান বিষয়ক এই কার্যক্রমের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে সেবা প্রদানকাল ৩ দিনে নামিয়ে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কর্মসম্পাদনের সময় (দিন)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৪.১] বিদেশে বাণিজ্যমেলা আয়োজনে সহযোগিতা করা	[৪.১.১] আয়োজিত বাণিজ্য মেলা	বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং নতুন বাজার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয় যা বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	আয়োজিত বাণিজ্য মেলার সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.২] সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্যিক চেম্বার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সভা আয়োজন	[৪.২.১] আয়োজিত সভা	বাংলাদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে স্বাগতিক দেশের সরকারী কর্মকর্তা এবং শিল্প ও বনিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সভা আয়োজন করা হয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	আয়োজিত সভার সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.৩] শ্রম বাজার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারী ও বেসরকারি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা সভা আয়োজন	[৪.৩.১] আয়োজিত সভা	শ্রমবাজার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে স্বাগতিক দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি নেতৃবৃন্দ এবং মন্ত্রীপর্যায়ের আলোচনা জনশক্তি রপ্তানির পথ সুগম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আয়োজিত সভার সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.৪] বিদেশী আমদানিকারকদের বাংলাদেশে ভ্রমণ আয়োজন	[৪.৪.১] আয়োজিত ভ্রমণ	বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যসম্ভার বিদেশী আমদানিকারকদের নিকট পরিচিত করে তোলার জন্য এ ধরণের ভ্রমণ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	আয়োজিত ভ্রমণের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৪.৫] বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য "ভিজিট বাংলাদেশ কর্মসূচি" আয়োজন করা	[৪.৫.১] আমন্ত্রিত সাংবাদিক	বাংলাদেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর দুইবার বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	প্রতিবছর আমন্ত্রিত সাংবাদিকের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৫.১] সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ	[৫.১.১] অংশগ্রহণকৃত আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশালা	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অবকাঠামোয় জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সক্রিয়, নেতৃত্বশীল এবং সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা, সেমিনার এবং কর্মশালায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করে থাকেন।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	অংশগ্রহণকৃত আলোচনা, সেমিনার এবং করমশালার সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৫.২] আউটকাম ডকুমেন্ট প্রস্তুতে সক্রিয়, নেতৃত্বশীল এবং সফল অংশগ্রহণ (ইন্টারভেনশন)	[৫.২.১] প্রস্তুতকৃত আউটকাম ডকুমেন্ট	বিভিন্ন সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা এবং আউটকাম ডকুমেন্টে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতিফলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তারা কাজ করে থাকেন ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	প্রস্তুতকৃত আউটকাম ডকুমেন্টের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৬.১] বিশ্ব সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনারে সক্রিয় অংশগ্রহণ	[৬.১.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে সহযোগী দেশসমূহের মধ্যে সুশাসন জোরদারকরণে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট সভা/সেমিনার/কর্মশালায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনারের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৬.২] বিশ্ব সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান	[৬.২.১] প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফরেন সার্ভিস একাডেমীতে নবীন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষায়িত কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ কোর্সে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও যোগ্য করে তুলতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিবছর ফরেন সার্ভিস একাডেমীতে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ফরেন সার্ভিস একাডেমী	প্রদানকৃত প্রশিক্ষণের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৬.৩] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশসমূহে জ্ঞান, দক্ষতা, প্রযুক্তি প্রভৃতি হস্তান্তর এবং আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে জোরালো সহমত প্রকাশ	[৬.৩.১] অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্র/সরকার প্রধানদেরসহ যেকোন পর্যায়ের আলোচনার জন্য আয়োজিত সম্মেলনে উন্নত দেশ কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ আদায়ের বিষয়টির জোরালো উপস্থাপন, পাশাপাশি জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা আদায়ে জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এইসকল সম্মেলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকে ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	অংশগ্রহণকৃত সভা/সেমিনার	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৭.১] অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর	[৭.১.১] অর্থনৈতিক সহযোগীতা চুক্তি স্বাক্ষর	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে থাকে। এ ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং চুক্তির বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	স্বাক্ষরিত চুক্তির সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৭.২] অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ	[৭.২.১] অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ	বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলোর সাথে উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক আলোচনা বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ আয়োজন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে উক্ত আলোচনার বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	অংশগ্রহণকৃত আলোচনার সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৮.১] জাতিসংঘ সমুদ্র বিষয়ক আইন-১৯৮২ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় সমুদ্র বিষয়ক বিভিন্ন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	[৮.১.১] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণকৃত খসড়া আইন	১৯৭৪ সালের "টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট" No. XXVI বাংলাদেশের তৎকালীন পার্লামেন্টে আইন হিসেবে প্রণীত হয় । পরবর্তীতে UNCLOS ১৯৮২ গৃহীত হওয়ার সময় বাংলাদেশ আইনের অনেকগুলো ধারাই আনক্লজের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়। বিশেষ করে বহির্বিশ্ব আমাদের আইন অনুযায়ী নির্ধারিত বেইজলাইন এর বিরধিতা করে। ফলে ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মামলা দায়েরের পর বাংলাদেশ এই বেইজলাইন আনক্লজ ১৯৮২ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় ব্যবহার করতে পারেনি। পরবর্তীতে, আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐ দুটি সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উক্ত রায়দ্বয়ের আলোকে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ বিষয়ক সমন্বিত গেজেট প্রকাশ করে । এ প্রেক্ষিতে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক আদালতের রায়দ্বয় এবং আনক্লজ-১৯৮২ এর আলোকে ১৯৭৪ সালের "টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট" টি সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া, পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে সমুদ্র আইন বিষয়ক নতুন যেকোন আইন প্রণয়নের জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণকৃত খসড়া আইন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৮.২] জাতিসংঘের Commission on the Limits of the Continental Shelf এ বাংলাদেশ কর্তৃক দাবীকৃত মহীসোপানের ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	[৮.২.১] CLCS এ বাংলাদেশ কর্তৃক দাবীকৃত মহীসোপান এর Submission সংক্রান্ত আইনী কার্যক্রম পরিচালনা	জাতিসংঘের Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)-এ বাংলাদেশ এর মহীসোপান দাবি সংক্রান্ত সাবমিশনটি বিবেচনাধীন রয়েছে। বিগত ২৫/০২/২০১১ বাংলাদেশ কর্তৃক মহীসোপান দাবি সংক্রান্ত সাবমিশনটি CLCS-এ জমা দেয়া হয় যার ক্রমিক নং ৫৫। যখন CLCS এর ক্রমিকে বাংলাদেশের সাবমিশনটি সবার উপরে আসবে তখন CLCS বাংলাদেশের মহীসোপান দাবি পর্যালোচনা করার জন্য একটি সাবকমিশন গঠন করবে। বর্তমানে CLCS এ ক্রমিক নং-৩৩ এর জন্য সাবকমিশন গঠন করা হয়েছে। সেই হিসেবে, আগামী ২০১৯ সালের মধ্যে CLCS কর্তৃক বাংলাদেশের জমাকৃত মহীসোপান দাবীসংক্রান্ত সাবমিশনটি পর্যালোচনা করার জন্য একটি সাবকমিশন গঠন করার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মহীসোপান দাবির জন্য ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ সালে একই আইনি কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং পরবর্তী ০২ বছরের প্রক্ষেপণ ০১ ধরা হয়েছে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পরিচালিত আইনি কার্যক্রমের সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৯.১] আলোচনা, সেমিনার এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ	[৯.১.১] অংশগ্রহণকৃত আলোচনা, সেমিনার এবং কর্মশালা	আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যথোপযুক্ত উপযোজনের লক্ষ্যে সমসাময়িক বিষয়ের উপর বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আলোচনা, সেমিনার এবং কর্মশালায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করে থাকে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	অংশগ্রহণকৃত আলোচনা, সেমিনার এবং কর্মশালার সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৯.২] সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর	[৯.২.১] স্বাক্ষরিত চুক্তি	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে থাকে। এ ক্ষেত্রে উক্ত চুক্তির বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করে থাকে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ	স্বাক্ষরিত চুক্তির সংখ্যা	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	সুরক্ষা সেবা বিভাগঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	মেশিনরিডেবলপাসপোর্ট প্রদানকাল	এমআরপি কার্যক্রম চালু সংক্রান্ত জাবতীয় অবকাঠামোগত এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান । বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে প্রেরিত তথ্য যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুদ্রিত করে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের এমআরপি প্রদান	এম আর পি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ মিশনে ডাটা এন্ট্রি দেয়ার পর পাসপোর্ট বিষয়ক অধিদপ্তর এর মূল সার্ভারে চলে আসে । পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে এম আর পি মুদ্রিত হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায় । পাসপোর্ট মুদ্রণের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সম্পূর্ণভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করতে হয়।	
মন্ত্রণালয়	সুরক্ষা সেবা বিভাগঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আবেদন অনুযায়ী প্রদত্ত মেশিনরিডেবলপাসপোর্ট এর হার	এমআরপি কার্যক্রম চালু সংক্রান্ত জাবতীয় অবকাঠামোগত এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান । বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে প্রেরিত তথ্য যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুদ্রিত করে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের এমআরপি প্রদান	এম আর পি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ মিশনে ডাটা এন্ট্রি দেয়ার পর পাসপোর্ট বিষয়ক অধিদপ্তর এর মূল সার্ভারে চলে আসে । পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে এম আর পি মুদ্রিত হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায় । পাসপোর্ট মুদ্রণের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সম্পূর্ণভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করতে হয়।	
মন্ত্রণালয়	সুরক্ষা সেবা বিভাগঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কার্যক্রম চালুকৃত মিশন [ক্রম পুঞ্জিভূত সংখ্যা]	এমআরপি কার্যক্রম চালু সংক্রান্ত জাবতীয় অবকাঠামোগত এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান । বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে প্রেরিত তথ্য যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুদ্রিত করে সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের এমআরপি প্রদান	এম আর পি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ মিশনে ডাটা এন্ট্রি দেয়ার পর পাসপোর্ট বিষয়ক অধিদপ্তর এর মূল সার্ভারে চলে আসে । পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে এম আর পি মুদ্রিত হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায় । পাসপোর্ট মুদ্রণের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সম্পূর্ণভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করতে হয়।	
মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আয়োজিত সভা	বিদ্যমান শ্রমবাজার সুসংহতকরণের পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ	বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির দায়িত্ব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের	
অন্যান্য		প্রেরণের কার্যক্রম শুরু	বিদেশে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আনসার সদস্যদের প্রেরণের বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ	বিদেশে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আনসার সদস্যদের প্রেরণের দায়িত্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের	
মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	আয়োজিত বাণিজ্য মেলা	বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশী পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন এবং প্রচারণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নমুনা পণ্য সামগ্রী এবং ক্যাটালগ মিশনসমূহে প্রেরণ	বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশী পণ্যসামগ্রী এবং ক্যাটালগ মিশনসমূহে প্রেরনের জন্য রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল	